গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

নথি নং- নৌপম/ পরি-৩/৫/২০০৫/৭৩ তারিখঃ ২৮ মার্চ ২০১৯

বিষয়ঃ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্রগ্রাম কর্তৃক প্রস্তাবিত "Establishment of a Simulator Center and Procurement of Training Ship for Banglasesh Marine Academy" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ট্রেনিং শিপ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভার কার্যবিবরণী।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গত ০৩/০৩/২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্রগ্রাম কর্তৃক প্রস্তাবিত "Establishment of a Simulator Center and Procurement of Training Ship for Banglasesh Marine Academy" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ট্রেনিং শিপ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে স্টোকহোল্ডার কনসালটেশন সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১ (এক) পৃষ্ঠা।

(মোঃ আরিফুল ইসলাম) ২৮/৩/১৯
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৪৮৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) ঃ

১। চেয়ারম্যান, চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্রগ্রাম।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্রগ্রাম।
৪। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, জুলদিয়া, চট্রগ্রাম।
৫। জনাব আজম.জে.চৌধুরী, সভাপতি, বাংলাদেশ ওশান গেয়িং শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৩। যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রস্তাবিত **"Establishment of a Simulator Centre and Procurement of Training Ship for Bangladesh Marine Academy"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ট্রেনিং শিপ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতিঃ	মোঃ আবদুস সামাদ, সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
সময় ও তারিখঃ	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা, ০৩/০৩/২০১৯ ইং
স্থানঃ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট"ক"

২। আলোচনাঃ

২.১ সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি যুগ্ম প্রধান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে সভার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। যুগ্ম প্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, কোরিয়ান Economic Development Cooparation Fund (EDCF) এর অর্থায়নে মেরিন একাডেমি "Establishment of a Simulator Centre and Procurement of Training Ship for Bangladesh Marine Academy" প্রকল্পটি অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছিল। প্রকল্পটি ৫৫১.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে (এর মধ্যে জিওবি ২১০.২৮ এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪১.৬৫ কোটি টাকা) এবং জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়ন এর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় সিমুলেটর স্থাপনের জন্য একাডেমিতে একটি বিশেষ ভবন নির্মাণ করা হবে এবং একটি সিমুলেটর ও একটি ট্রেনিং শীপ ক্রয় করা হবে যা ট্রেডিং এর কাজেও ব্যবহার করা হবে। মন্ত্রণালয় যাচাই কমিটির সভায় প্রশিক্ষণ জাহাজটি ক্যাডেটদের দিয়ে চালানো সম্ভব হবে কি না এবং ক্যাডেটদের উক্ত সময়কে নৌপরিবহন অধিদপ্তর সি-টাইম হিসেবে বিবেচনা করবে কি না। সভাকে জানানো হয় যে, ক্যাডেটদের দিয়ে এ ধরণের জাহাজ চালানো সম্ভব না। তবে এ ধরণের জাহাজ প্রশিক্ষণকালীন সময়কে সী-টাইম হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় একাডেমি হতে ক্যাডেট পাসিং আউটের পর সিডিসি প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমুদ্রগামী জাহাজে ইন্টার্নশীপ করে সি-টাইম সম্পন্ন করে। এই সময় প্রতিটি ক্যাডেট ৩০০-৫০০ ডলার আয় করে। কিন্তু একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ জাহাজে ইন্টার্নশীপ করলে ক্যাডেটদের পকেটমানি বাবদ কোন অর্থ প্রদান করা হবে কি না; এই বিষয়গুলো স্পষ্টীকরণ করার জন্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। সে সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যে অদ্যকার সভা আহবান করা হয়েছে।

২.২। ট্রেনিং শিপের ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানতে চাইলে মেরিন একাডেমির চীফ নটিক্যাল ইন্সট্রাক্টর বলেন, জাহাজটি ৬০০০ ডেড ওয়েট টন (ডিডব্লিউটি) ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন যেখানে ক্যাডেটসহ ১৯০ জন থাকবে। ক্রেনসহ জাহাজটি ১১৩ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১১৭ মিটার প্রস্থ ডিজাইন করা হয়েছে। মেরিন একাডেমির পক্ষে সমুদ্রগামী জাহাজ চালানো সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে আরো মানসম্পন্ন সিফেয়ারার সরবরাহের জন্য ট্রেনিং শিপের প্রয়োজন কিন্তু আবর্তক ব্যয় একাডেমির পক্ষে বহন করা সম্ভব হবে না। ট্রেনিং শিপ ছাড়া কোরিয়া শুধু সিমুলেটর সেন্টারের জন্য বিনিয়োগে আগ্রহী নয়। বিএসসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, ৬০০০ ডিডব্লিউটি ধারণ ক্ষমতা নিয়ে কোন সংস্থা জাহাজ চালাতে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। যদি জাহাজটি ৩০০০০ ডিডব্লিউটি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেইনার পরিবহনকারি করা সম্ভব হয় তাহলে বিএসসি জাহাজটি চালাতে পারে বলে মতামত দেন। তবে কতজন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে জাহাজটি চলবে তা মেরিন একাডেমিকে ঠিক করতে হবে। জাহাজটি বিএসসি'র মাধ্যমে চালানো এবং ৩০০০০ ডিডব্লিউটি ধারণ ক্ষমতাতে উন্নীত করতে কোরিয়ার সাথে আলোচনা করতে ইআরডিকে পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

৩.০। সিদ্ধান্তঃ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৩.১। মেরিন একাডেমি ট্রেনিং শিপটি ৬০০০ ডিডব্লিউটি হতে ৩০০০০ ডিডব্লিউটি ধারণ ক্ষমতাতে উন্নীত করার নিমিত্ত কোরিয়ার সাথে আলোচনা করার জন্য ইআরডিকে পত্র প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

৩.২। প্রশিক্ষণ জাহাজটি বিএসসি'র দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এ বিষয়ে দুটি সংস্থার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করতে হবে।

৪.০। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
সচিব

E:\and folder\Planning-3\Marine Academy\Semulation Centre\working paper.docx